কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—২, সংখ্যা—২, ডিসেম্বর—২০২৫, পৃষ্ঠা—৪২-৫৫

রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্রের আলোকে লাইব্রেরিতে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান লাইব্রেরির ভূমিকা

ড. সনৎ কুমার বিশ্বাস
গ্রন্থাগারিক, সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়
মাজদিয়া, নদীয়া
E-mail: sanat.kumar.biswas@srlm.ac.in
ORCID iD : https://orcid.org/0000-0003-4865-441X

সারাংশ

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যুগে মানুষের তথ্য আহরণের ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ইন্টারনেট, ই-বুক, ডিজিটাল মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতার কারণে ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরিগুলো পাঠক আকর্ষণে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক এস. আর. রঙ্গনাথন কৃত "পঞ্চসূত্র" বা *Five Laws of Library Science* বর্তমান লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্রের আলোকে বর্তমান লাইব্রেরির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কীভাবে আধুনিক লাইব্রেরি পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণায় বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ, বই, জার্নাল এবং ডিজিটাল তথ্যসূত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার আলোচনায় দেখা যায় যে লাইব্রেরিকে শুধুমাত্র গ্রন্থ সংরক্ষণের স্থান হিসেবে নয় বরং একটি জ্ঞানকেন্দ্রিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী ডিজিটাল সেবা, তথ্য সাক্ষরতা কর্মসূচি, অনলাইন ক্যাটালগ, ই-রিসোর্স, মোবাইল লাইব্রেরি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমভিত্তিক প্রচারণা পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই গবেষণার উপসংহারে বলা হয়েছে যে রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র বর্তমান যুগেও সমানভাবে কার্যকর এবং লাইব্রেরিকে যুগোপযোগী করতে হলে ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক সেবা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

মূখ্যশব্দবলীঃ একাডেমিক লাইব্রেরী, এস আর রঙ্গনাথন, বই, গ্রন্থ, গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার সূত্রাবলী, পঞ্চ সূত্র, রঙ্গনাথন, লাইব্রেরী

© WBCLA

১। ভূমিকা

মানবসভ্যতার বিকাশে লাইব্রেরির অবদান অনস্বীকার্য। জ্ঞান সংরক্ষণ, প্রচার এবং গবেষণার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে লাইব্রেরি দীর্ঘকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু বর্তমান ডিজিটাল যুগে পাঠকের তথ্য গ্রহণের ধরন বদলে গেছে। মানুষ এখন মোবাইল ফোন, ট্যাব, ইন্টারনেট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত। ফলে অনেক ক্ষেত্রে লাইব্রেরিতে সরাসরি পাঠকের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে লাইব্রেরিকে নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে। পাঠকদের পুনরায় লাইব্রেরিমুখী করতে হলে লাইব্রেরিকে আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবহারকারী চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। এই ক্ষেত্রে রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র অত্যন্ত কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করে।

রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র হলো

ক) বই ব্যবহারের জন্য (Books are for use)

খ) প্রত্যেক পাঠকের জন্য বই (Every reader his/her book)

গ) প্রত্যেক বইয়ের জন্য পাঠক (Every book its reader)

ঘ) পাঠকের সময় বাঁচানো (Save the time of the reader)

ঙ) লাইব্রেরি একটি ক্রমবর্ধমান জীব (A Library is a growing organism)

এই সূত্রগুলো মূলত ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক লাইব্রেরি সেবার ভিত্তি তৈরি করে। আধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরি, তথ্যসেবা এবং পাঠক উন্নয়ন কার্যক্রমে এই সূত্রগুলোর বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো

ক) রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্রের ধারণা বিশ্লেষণ করা।

খ) বর্তমান লাইব্রেরির পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা নির্ণয় করা।

গ) ডিজিটাল যুগে লাইব্রেরি সেবার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা।

ঘ) ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক লাইব্রেরি সেবার গুরুত্ব নিরূপণ করা।

ঙ) পাঠক আকর্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

চ) লাইব্রেরি উন্নয়নের জন্য কার্যকর সুপারিশ প্রদান করা।

৩। গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মাধ্যমিক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন বই, গবেষণা নিবন্ধ বা প্রাথমিক উৎস, জার্নাল, ওয়েবসাইট এবং অনলাইন ডেটাবেস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

© WBCLA

বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি
বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি
সাহিত্য পর্যালোচনা
তুলনামূলক বিশ্লেষণ

গবেষণার তথ্য সংগ্রহে লাইব্রেরি ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক জার্নাল এবং গবেষণা নিবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির পর্যালোচনা

রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র নিয়ে বহু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন গবেষক আধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় এই সূত্রগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

Marquardt G Bhardwaj (২০২৩) স্কুল লাইব্রেরির ক্ষেত্রে রঙ্গনাথনের সূত্রগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেছেন। তারা ডিজিটাল শিক্ষা ও তথ্য সাক্ষরতা উন্নয়নে লাইব্রেরির ভূমিকার ওপর জোর দেন।

George (২০২২) ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রেক্ষাপটে রঙ্গনাথনের সূত্রগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেন যে ই-রিসোর্স, অনলাইন ক্যাটালগ এবং ভার্চুয়াল লাইব্রেরি সেবার ক্ষেত্রেও এই সূত্রগুলো সমান গুরুত্বপূর্ণ।

Connaway ও Faniel (২০১৫) তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে ডিজিটাল পরিবেশে ব্যবহারকারীর আচরণ পরিবর্তিত হলেও রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র এখনও সমানভাবে কার্যকর। তারা ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক ডিজিটাল সেবা প্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

Babu (২০১১) দেখিয়েছেন যে রঙ্গনাথনের সূত্রগুলো আধুনিক লাইব্রেরি সেবার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও এর প্রাসঙ্গিকতা অটুট রয়েছে।

Gupta (১৯৯৯) তার গবেষণায় ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক লাইব্রেরি দর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে পাঠকের চাহিদা পূরণই লাইব্রেরির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৫। আলোচনা

The Five Laws of Library Science বইয়ে যে পাঁচটি নীতি প্রস্তাব করেন, তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। Satija (২০০২) মতে, এই সূত্রগুলো লাইব্রেরি সায়েন্সের "মানবমুখীদর্শন" যা বই নয়, পাঠককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। Kumar (২০১৫) বলেন, এইপঞ্চসূত্র "লাইব্রেরির সব কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তিরূপে কাজ করে।"

৫.১। প্রথম সূত্র : বই ব্যবহারের জন্য (Books are for use)

রঙ্গনাথনের প্রথম সূত্র "Books are for use" অর্থাৎ বই ব্যবহার করার জন্য। লাইব্রেরির মূল উদ্দেশ্য বই সংরক্ষণ নয়, বরং পাঠকের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। এই নীতি অনুসারে বই শেখার উপকরণ; তাই সেগুলো পাঠকের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। রঙ্গনাথন (১৯৩১) বলেন যে

© WBCLA

"বইকে ব্যবহারযোগ্য করতে না পারলে লাইব্রেরির অস্তিত্বের কোনও অর্থ থাকে না।" পাঠকদের লাইব্রেরিতে আনতে হলে বই ও রিসোর্সকে বা লাইব্রেরি সম্পদকে সহজলভ্য করতে হবে।
বর্তমানে এই সূত্রের বাস্তবায়ন করতে হলে -

ক) **ওপেন অ্যাক্সেস লাইব্রেরি পরিসেবা চালু করতে হবে:** বর্তমান যুগে লাইব্রেরিকে আরও ব্যবহারবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে ওপেন অ্যাক্সেস ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওপেন অ্যাক্সেস পদ্ধতিতে পাঠকরা সরাসরি বুকশেলফে গিয়ে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বই নির্বাচন করতে পারে। এতে পাঠকের সময় সাশ্রয় হয় এবং বইয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি অনলাইন সর্বজনীন প্রবেশযোগ্য ক্যাটালগ বা *OPAC* ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠক সহজেই কম্পিউটার বা মোবাইল থেকে বইয়ের অবস্থান, প্রাপ্যতা ও বিষয়ভিত্তিক তথ্য জানতে পারে। আবার সেলফ-চেক সিস্টেম ও আর এফ আই ডি প্রচলন প্রযুক্তি ব্যবহার করলে বই ইস্যু ও ফেরত দেওয়ার বা লেনদেনের কাজ দ্রুত ও সহজ হয়। এসব আধুনিক ব্যবস্থার ফলে লাইব্রেরি ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

খ) **ই-পরিসেবা দেওয়ার জন্য ই-বুক এবং ই-জার্নালের সংগ্রহ বাড়াতে হবে :** ডিজিটাল যুগে শিক্ষার্থী ও গবেষকরা দ্রুত তথ্য পাওয়ার জন্য অনলাইনভিত্তিক উৎসের উপর বেশি নির্ভরশীল। তাই লাইব্রেরিতে ই-বুক, ই-জার্নাল ও অন্যান্য ই-রিসোর্সের সংগ্রহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ই-বুকের মাধ্যমে পাঠক যেকোনো সময় ও যেকোনো স্থান থেকে প্রয়োজনীয় বই পড়তে পারে। একইভাবে ই-জার্নাল গবেষণার জন্য সাম্প্রতিক ও মানসম্মত তথ্য সরবরাহ করে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরনের ই-পরিসেবা অত্যন্ত কার্যকর। ফলে লাইব্রেরি শুধু বই ধার দেওয়ার কেন্দ্র না হয়ে একটি আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক তথ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

গ) **ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিসেবা উন্নত করতে হবে :** বর্তমান সময়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি শিক্ষা ও গবেষণার একটি অপরিহার্য অংশ। তাই লাইব্রেরিতে উন্নতমানের ডিজিটাল রিসোর্স সংযোজন করা জরুরি। যেমন *EBSCO, JSTOR, N-LIST– Shodhganga* প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানের ডাটাবেস যুক্ত হলে শিক্ষার্থীরা গবেষণামূলক প্রবন্ধ, থিসিস, জার্নাল ও রেফারেন্স সামগ্রী সহজে ব্যবহার করতে পারে। বিশেষত গবেষক ও উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য এসব রিসোর্স অত্যন্ত সহায়ক। এর ফলে লাইব্রেরি কেবল পাঠাগার নয়, বরং গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ঘ) **অনলাইন ডাটাবেস উন্নত করতে হবে :** একটি আধুনিক লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমৃদ্ধ অনলাইন ডাটাবেস। অনলাইন ডাটাবেস উন্নত হলে পাঠক সহজেই বিষয়ভিত্তিক তথ্য অনুসন্ধান করতে পারে। লাইব্রেরির সংগ্রহ, ই-বুক, জার্নাল, থিসিস, গবেষণাপত্র ও অন্যান্য তথ্যসম্ভার ডিজিটাল ডাটাবেসে সংরক্ষিত থাকলে ব্যবহারকারীরা দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পায়। উন্নত সার্চ অপশন, কী-ওয়ার্ড সার্চ, বিষয়ভিত্তিক ব্রাউজিং এবং দূরবর্তী (remote) অ্যাক্সেস সুবিধা থাকলে লাইব্রেরির ব্যবহারযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

© WBCLA

ঙ) **মোবাইল লাইব্রেরি পরিসেবা প্রদান করতে হবে :** অনেক পাঠক দূরত্ব, সময় বা অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে সরাসরি লাইব্রেরিতে যেতে পারে না। এজন্য মোবাইল লাইব্রেরি সেবা চালু করা প্রয়োজন। মোবাইল লাইব্রেরি ভ্যান বা ডিজিটাল মোবাইল সেবার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বই ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। এতে সাধারণ মানুষ, শিশু ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে এবং লাইব্রেরির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে মোবাইল লাইব্রেরির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চ) **লাইব্রেরির সময় বৃদ্ধি করতে হবে :** পাঠকদের সুবিধার জন্য লাইব্রেরি দীর্ঘ সময় খোলা রাখা প্রয়োজন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা থাকলে শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী মানুষ তাদের সুবিধামতো সময় ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ করে পরীক্ষা চলাকালে প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় লাইব্রেরি খোলা রাখলে শিক্ষার্থীদের পাঠাগার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। Kumar (২০১৫) উল্লেখ করেছেন যে, দীর্ঘ সময় লাইব্রেরি খোলা থাকলে পাঠকদের অংশগ্রহণ ও ব্যবহার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই সময়সীমা বৃদ্ধি লাইব্রেরি ব্যবহারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বর্তমান সময়ে অনেক লাইব্রেরি ২৪/৭ ডিজিটাল অ্যাক্সেস প্রদান করছে। ফলে পাঠক যেকোনো সময় তথ্য ব্যবহার করতে পারছে।

ছ) **আরামদায়ক পাঠাগার পরিবেশ তৈরি করতে হবে :** একটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক পরিবেশ পাঠকদের লাইব্রেরিমুখী করে তোলে। নিঃশব্দ পাঠাগার, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঠকক্ষ এবং গ্রুপ স্টাডি রুম থাকলে পাঠক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে পারে। আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পাঠকের মনোযোগ বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘ সময় লাইব্রেরিতে অবস্থান করতে উৎসাহিত করে। ফলে পাঠাগার একটি জ্ঞানচর্চার উপযোগী পরিবেশে পরিণত হয়।

জ) **প্রতিবন্ধী-বান্ধব সেবা উন্নতকরণ :** একটি আধুনিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক লাইব্রেরির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিবন্ধী-বান্ধব সেবা নিশ্চিত করা। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্ক্রিন রিডার ও ব্রেইল উপকরণ, চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্প ও বিশেষ প্রবেশপথের ব্যবস্থা থাকলে সকল শ্রেণির পাঠক সমানভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে। Satija (২০০২) উল্লেখ করেছেন যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক লাইব্রেরি ব্যবস্থা তথ্য ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের জ্ঞানচর্চা নিশ্চিত করে। তাই প্রতিবন্ধী-বান্ধব সুবিধা আধুনিক লাইব্রেরির অপরিহার্য অংশ।

৫.২। দ্বিতীয় সূত্র : প্রত্যেক পাঠকের জন্য বই (Every reader his/her book)

এই সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক পাঠকের জন্য উপযুক্ত বই থাকা উচিত। পাঠকের বয়স, রুচি, ভাষা এবং শিক্ষাগত চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে। লাইব্রেরি এমন ভাবে সংগ্রহ গড়ে তুলবে যেন প্রতিটি পাঠক তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। রঙ্গনাথনের মতে, "পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রহ গঠনই লাইব্রেরির মূল দায়িত্ব" এস. আর. রঙ্গনাথন (১৯৩১) এর এই নীতিটি আধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। একটি কার্যকর লাইব্রেরি কেবল বই সংরক্ষণের স্থান নয়; বরং এটি এমন একটি জ্ঞানকেন্দ্র,

© WBCLA

যেখানে বিভিন্ন বয়স, পেশা ও প্রয়োজনের পাঠকদের উপযোগী তথ্য ও উপকরণ সহজলভ্য থাকে। তাই পাঠকের চাহিদা ও সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী লাইব্রেরির সংগ্রহ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

ক) **শিশু কর্নার গড়ে তুলতে হবে :** লাইব্রেরিতে শিশুদের জন্য পৃথক শিশু কর্নার স্থাপন করা প্রয়োজন। শিশুদের উপযোগী গল্পের বই, ছবি বই, ছড়া, কমিকস ও শিক্ষামূলক বই সেখানে রাখা হলে ছোটবেলা থেকেই তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে। রঙিন ও আকর্ষণীয় পরিবেশ, ছোটদের বসার ব্যবস্থা এবং শিক্ষামূলক খেলাধুলার উপকরণ শিশুদের লাইব্রেরিমুখী করে তোলে। শিশু কর্নার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ) **অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্রেইল বই সংগ্রহ করতে হবে :** সকলের জন্য সমান তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা লাইব্রেরির দায়িত্ব। তাই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই, অডিওবুক এবং স্ক্রিন রিডার সহায়ক ডিজিটাল উপকরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এসব উপকরণ তাদের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং লাইব্রেরিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) করে তোলে। এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও সমানভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে।

গ) **ই-রিসোর্স সংগ্রহে জোর দিতে হবে :** বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যুগে ই-রিসোর্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ই-বুক, ই-জার্নাল, অনলাইন ম্যাগাজিন ও ডিজিটাল রেফারেন্স সামগ্রী সংগ্রহ করলে পাঠক যেকোনো সময় ও স্থান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ই-রিসোর্স দ্রুত ও সাম্প্রতিক তথ্য সরবরাহ করে। ফলে লাইব্রেরির ব্যবহারযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ) **গবেষণা ডাটাবেস লাইব্রেরিতে গড়ে তুলতে হবে :** আধুনিক লাইব্রেরিতে গবেষণামূলক ডাটাবেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ, থিসিস, ডিসার্টেশন, জার্নাল ও রেফারেন্স উপকরণ নিয়ে একটি সমৃদ্ধ গবেষণা ডাটাবেস তৈরি করলে গবেষক ও শিক্ষার্থীরা সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাবে। এতে গবেষণার মান উন্নত হয় এবং লাইব্রেরি গবেষণার একটি কার্যকর কেন্দ্রে পরিণত হবে।

ঙ) **প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে :** বর্তমানে অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য লাইব্রেরির উপর নির্ভরশীল। তাই *NET/SET, UPSC, SSC, WBCS* প্রভৃতি পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক বই, প্রশ্নপত্র, গাইড ও সাম্প্রতিক তথ্যভিত্তিক উপকরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এসব উপকরণ থাকলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত লাইব্রেরিতে আসে এবং লাইব্রেরির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার বা জীবন ও জীবিকা গঠনের সহায়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

চ) **বিষয়ভিত্তিক রিসোর্স উন্নয়ন করতে হবে :** প্রতিটি বিভাগের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী রেফারেন্স বই ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা জরুরি। P. S. G. Kumar (২০১৫) উল্লেখ করেছেন যে, বিষয়ভিত্তিক সংগ্রহ উন্নয়ন শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে এবং পাঠকদের প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হয়। এছাড়াও বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও বিশ্বসাহিত্যসহ বহুভাষিক সংগ্রহ গড়ে

© WBCLA

তুললে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন রুচির পাঠকদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়। এর ফলে লাইব্রেরিতে পাঠক বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।

ছ) **সার্ভে ফিটব্যাক ফর্ম ও সাজেশন বক্স -এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করতে হবে :** পাঠকদের প্রকৃত চাহিদা জানার জন্য নিয়মিত সার্ভে ফিটব্যাক ফর্ম ও সাজেশন বক্স ব্যবহার করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে পাঠক কোন ধরনের বই বা তথ্যসামগ্রী চায় তা সহজে নির্ধারণ করা যায়। পাঠকদের মতামতের ভিত্তিতে সংগ্রহ গড়ে তুললে লাইব্রেরির প্রতি তাদের আস্থা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় সংগ্রহ কমে গিয়ে কার্যকর সংগ্রহ উন্নয়ন সম্ভব হয়।

জ) **পাঠক উপদেশ মূলক পরিষেবা চালু করতে হবে :** লাইব্রেরিয়ান যদি পাঠকের আগ্রহ, বয়স ও প্রয়োজন অনুযায়ী বইয়ের পরামর্শ দেন, তবে পাঠকের সঙ্গে লাইব্রেরির সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। এই পাঠক উপদেশ মূলক পরিষেবা বা *Reader's Advisory Service* পাঠকদের উপযুক্ত বই নির্বাচন করতে সাহায্য করে এবং তাদের পাঠাভ্যাস উন্নত করে। বিশেষ করে নতুন পাঠকদের জন্য এই সেবা অত্যন্ত কার্যকর। এর ফলে লাইব্রেরির প্রতি ব্যবহারকারীদের আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

ঝ) **বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে :** আধুনিক লাইব্রেরিতে শুধু মুদ্রিত বই নয়, বরং ই-বুক, ই-জার্নাল, অডিওবুক, মাল্টিমিডিয়া, ম্যাপ এবং উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারযোগ্য বিষয়বস্তু এর মতো বৈচিত্র্যময় উপকরণ সংযোজন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বয়স, পেশা ও আগ্রহের পাঠকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্যসামগ্রী থাকলে লাইব্রেরি সকলের কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এতে লাইব্রেরির ব্যবহার ও কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান লাইব্রেরিগুলি উপরক্ত বিষয়াদি সংযোজনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠকের চাহিদা পূরণ করছে। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগতকৃত সুপারিশ ব্যবস্থা ব্যবহার করে পাঠকের পছন্দ অনুযায়ী বই সাজেস্ট করা হচ্ছে।

৫.৩। তৃতীয় সূত্র : প্রত্যেক বইয়ের জন্য পাঠক (Every book its reader)

প্রত্যেক বইয়ের জন্য উপযুক্ত পাঠক খুঁজে বের করাই এই সূত্রের লক্ষ্য।প্রতিটি সংগ্রহেরই সম্ভাব্য ব্যবহারকারী আছে; লাইব্রেরির কাজ সেই পাঠককে বইয়ের সাথে সংযুক্ত করা। এইসূত্র অনুযায়ী প্রতিটি বইকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই লাইব্রেরির দায়িত্ব।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাজে লাইব্রেরিকে শুধু বই সংরক্ষণের স্থান হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; বরং পাঠকদের কাছে বই ও জ্ঞানকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এজন্য লাইব্রেরিকে বিভিন্ন ধরনের প্রচারমূলক ও পাঠককেন্দ্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। এসব কার্যক্রম পাঠকদের লাইব্রেরির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বর্তমানে লাইব্রেরিগুলি নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে বই প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে

ক) **বইমেলা আয়োজনের মাধ্যমে :** লাইব্রেরিতে বইমেলা আয়োজন পাঠকদের মধ্যে বইয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির একটি কার্যকর উপায়। বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার নতুন ও জনপ্রিয় বই প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ থাকে। এতে পাঠক একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বই সম্পর্কে জানতে পারে

© WBCLA

এবং নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বই নির্বাচন করতে পারে। বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও তরুণ পাঠকদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টিতে বইমেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া লেখক-পাঠক সাক্ষাৎ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যুক্ত হলে বইমেলা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং লাইব্রেরির সঙ্গে পাঠকদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

খ) **বই প্রদর্শনীর মাধ্যমে :** বই প্রদর্শনী লাইব্রেরির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচারমূলক কার্যক্রম। নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বা থিম্যাটিক এক্সিবিশনের মাধ্যমে পাঠকদের নতুন বই ও তথ্যসামগ্রীর সঙ্গে পরিচিত করা যায়। যেমনস্বাধীনতা দিবস, বিজ্ঞান দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী, পরিবেশ সচেতনতা বা বিশ্ব সাহিত্য বিষয়ক প্রদর্শনী আয়োজন করা যেতে পারে। M. P. Satija (২০০২) উল্লেখ করেছেন যে, থিম্যাটিক এক্সিবিশন নতুন পাঠকদের আকৃষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের প্রদর্শনী পাঠকদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে এবং লাইব্রেরির সংগ্রহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

গ) **রিডিং ক্লাব গঠনের মাধ্যমে :** লাইব্রেরিতে বুক ক্লাব বা রিডিং ক্লাব গঠন করলে পাঠকদের মধ্যে নিয়মিত পাঠাভ্যাস তৈরি হয়। পাঠচক্র, বই আলোচনা, পঠন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং সাহিত্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হয়। এসব কার্যক্রম পাঠকদের মধ্যে মতবিনিময়, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। একই সঙ্গে দলগতভাবে বই পড়া ও আলোচনা করার মাধ্যমে লাইব্রেরি একটি সক্রিয় সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ঘ) **সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারণার মাধ্যমে :** বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লাইব্রেরি প্রচারের অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম। লাইব্রেরির ওয়েবসাইট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম বা টেলিগ্রাম - এর মাধ্যমে নতুন বইয়ের তালিকা, ই-রিসোর্স, অনুষ্ঠান ও সেবার তথ্য প্রচার করা যায়। পাঠকরা ঘরে বসেই নতুন বই বা লাইব্রেরির কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। নিয়মিত পোস্ট, বইয়ের রিভিউ, পাঠকের মতামত ও অনলাইন ইভেন্ট পরিচালনা করলে পাঠকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তরুণ প্রজন্ম সহজেই লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হয়। ডিজিটাল প্রচারণা লাইব্রেরিকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে।

ঙ) **গ্রন্থাগার দিবস আয়োজনের মাধ্যমে :** গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন লাইব্রেরির গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। বিশেষ করে ১২ আগস্ট, এস. আর. রঙ্গনাথন - এর জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা, বই প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। এসব কর্মসূচি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকদের লাইব্রেরিমুখী করে এবং পাঠাগারের সামাজিক ও শিক্ষামূলক ভূমিকা তুলে ধরে। একই সঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস পাঠকদের মধ্যে বইপড়া ও জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে।

বর্তমানে *Facebook, Instagram, YouTube* ইত্যাদি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে লাইব্রেরি পাঠকের কাছে পৌঁছাচ্ছে। ফলে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

© WBCLA

৫.৪। চতুর্থ সূত্র : পাঠকের সময় বাঁচানো (Save the time of the reader)

বর্তমান যুগে পাঠক দ্রুত তথ্য পেতে চায়। তাই লাইব্রেরিকে সময় সাশ্রয়ী সেবা প্রদান করতে হবে। লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, সেবা ও প্রযুক্তি এমন হওয়া উচিত যাতে পাঠক কম সময়ে বেশি তথ্য পায়। "পাঠকের সময় সাশ্রয় করাই লাইব্রেরির অন্যতম প্রধান কাজ" এস. আর. রঙ্গনাথন (১৯৩১)-এর এই নীতি আধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যুগে পাঠক দ্রুত ও নির্ভুল তথ্য প্রত্যাশা করে। তাই লাইব্রেরিগুলিকে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, যাতে কম সময়ের মধ্যে সহজে তথ্য ও বই পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক লাইব্রেরিতে বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর ও ব্যবহারবান্ধব সেবা চালু করা হয়েছে।

ক) **স্বয়ংক্রিয়ীকরণ (Automation) ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার :** বর্তমানে লাইব্রেরিতে অটোমেশন, ওপ্যাক (অনলাইন পাবলিক অ্যাক্সেস ক্যাটালগ), আরএফআইডি, বারকোড ও স্ব-চেক-আউট সিস্টেম - এর মতো প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। লাইব্রেরি স্বয়ংক্রিয়করণ - এর মাধ্যমে বই সংগ্রহ, শ্রেণিবিন্যাস, ইস্যু-রিটার্ন এবং সদস্য ব্যবস্থাপনা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়। OPAC ব্যবস্থার সাহায্যে পাঠক সহজেই কম্পিউটার বা মোবাইল থেকে প্রয়োজনীয় বইয়ের অবস্থান, প্রাপ্যতা ও বিষয়ভিত্তিক তথ্য জানতে পারে। আবার আর এফ আই ডি (RFID) ও বারকোড প্রযুক্তি বই শনাক্তকরণ ও ইস্যু-রিটার্ন প্রক্রিয়াকে সহজ ও দ্রুত করে তোলে। স্ব-চেক-আউট সিস্টেম এর মাধ্যমে পাঠক নিজেই বই ইস্যু ও ফেরত দিতে পারে। এসব প্রযুক্তি পাঠকের মূল্যবান সময় সাশ্রয় করে এবং লাইব্রেরির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

খ) **তথ্য-সাক্ষরতা (Information Literacy) প্রশিক্ষণ :** বর্তমান যুগে শুধু তথ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট নয়; বরং সঠিক তথ্য দ্রুত খুঁজে বের করার দক্ষতাও প্রয়োজন। এজন্য লাইব্রেরিতে Information Literacy Training বা তথ্য স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের ডাটাবেস ব্যবহার, কার্যকর সার্চ টেকনিক, উদ্ধৃতি শৈলী, তথ্যসূত্র ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এবং অনলাইন তথ্য যাচাই পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দ্রুত ও সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের দক্ষতা অর্জন করে। এর ফলে তাদের গবেষণা ও শিক্ষার মান উন্নত হয় এবং লাইব্রেরি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

গ) **স্বয়ংক্রিয় ইস্যু-রিটার্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সময় সাশ্রয়:** লাইব্রেরিতে স্বয়ংক্রিয় *Issue-Return System* বা লেনদেন পদ্ধতি চালু করলে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বই নেওয়া বা জমা দেওয়ার প্রয়োজন কমে যায়। বারকোড বা আর এফ আই ডি (RFID) প্রযুক্তিভিত্তিক এই ব্যবস্থায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে বই ইস্যু ও রিটার্ন করা সম্ভব হয়। এতে লাইব্রেরি কর্মীদের কাজের চাপও কমে এবং পাঠক দ্রুত সেবা পায়। বিশেষ করে ব্যস্ত শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।

ঘ) **ডিজিটাল সার্চ সিস্টেম :** ডিজিটাল সার্চ সিস্টেম আধুনিক লাইব্রেরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনলাইন ক্যাটালগ, ডিজিটাল ডাটাবেস ও সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পাঠক সহজেই বিষয়ভিত্তিক বই, জার্নাল, গবেষণাপত্র ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রী খুঁজে পেতে পারে। উন্নত সার্চ অপশন, কী-ওয়ার্ড

© WBCLA

অনুসন্ধান, ফিল্টারিং এবং দূরবর্তী অ্যাক্সেস সুবিধা থাকলে তথ্য অনুসন্ধান আরও দ্রুত ও কার্যকর হয়। ফলে পাঠকদের সময় ও শ্রম উভয়ই সাশ্রয় হয়।

ঙ) **প্রশ্নোত্তর ও রেফারেন্স সেবা :** দ্রুত ও কার্যকর তথ্য-সহায়তা সেবা পাঠকদের লাইব্রেরির প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করে। অনেক সময় পাঠক প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেক্ষেত্রে লাইব্রেরিয়ান যদি দ্রুত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং উপযুক্ত তথ্যসূত্র নির্দেশ করেন, তবে পাঠক সহজেই তার প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যায়। অনলাইন ও অফলাইন উভয় ধরনের তথ্য-সহায়তা সেবা চালু থাকলে পাঠকের তথ্যপ্রাপ্তি আরও সহজ হয়। এর ফলে লাইব্রেরি একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যসেবার সমন্বয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরি বর্তমানে আরও দ্রুত, সহজ ও ব্যবহারবান্ধব হয়ে উঠেছে। স্বয়ংক্রিয়করণ, তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল অনুসন্ধান ব্যবস্থা এবং উন্নত তথ্য-সহায়তা সেবা এর মাধ্যমে পাঠকের সময় সাশ্রয় সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে লাইব্রেরির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাঠকরা লাইব্রেরিকে একটি কার্যকর জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করছে।

৫.৫। পঞ্চম সূত্র : লাইব্রেরি একটি ক্রমবর্ধমান জীব (A Library is a growing organism)

রঙ্গনাথনের মতে লাইব্রেরি একটি ক্রমবর্ধমান জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরিকে পরিবর্তিত হতে হবে। লাইব্রেরি সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হবে সংগ্রহ, সেবা, প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামো সবই ক্রমাগত আপডেট হবে। লাইব্রেরি একটি জীবন্ত সংগঠন; তাই এটিকে সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে (রঙ্গনাথন, ১৯৩১)।

"লাইব্রেরি একটি ক্রমবর্ধমান জীবন্ত প্রতিষ্ঠান" এস. আর. রঙ্গনাথন - এর এই ধারণা আধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থার মূল ভিত্তিগুলোর একটি। সমাজ, শিক্ষা ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরিকেও পরিবর্তিত ও উন্নত হতে হয়। বর্তমানে লাইব্রেরি কেবল বই সংরক্ষণের স্থান নয়; বরং এটি একটি আধুনিক তথ্য, শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাই সময়ের চাহিদা অনুযায়ী লাইব্রেরিতে নিম্নলিখিত পরিসেবাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ক) **ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন :** বর্তমান যুগে লাইব্রেরির উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালা, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং মুডল (Moodle) বা শিখন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (LMS)-এর সঙ্গে লাইব্রেরির সমন্বয় ঘটালে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়। প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালা - এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গবেষণাপত্র, থিসিস, প্রজেক্ট রিপোর্ট ও প্রকাশনাগুলি ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করা যায়। আবার ডিজিটাল আর্কাইভ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নথি ও বিরল সংগ্রহ সংরক্ষণে সহায়তা করে। *Moodle* বা অন্যান্য *LMS*-এর সঙ্গে লাইব্রেরি যুক্ত থাকলে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাস ও পাঠ্যসামগ্রীর সঙ্গে সরাসরি লাইব্রেরি রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে। ফলে লাইব্রেরির অবকাঠামো আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে।

খ) **ডিজিটাল লাইব্রেরি নির্মাণ :** ডিজিটাল লাইব্রেরি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ। DSpace, NDL (National Digital Library) এবং Shodhganga-এর মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার

© WBCLA

করে লাইব্রেরি একটি বৃহৎ ডিজিটাল সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারে। *DSpace*-এর মাধ্যমে গবেষণাপত্র ও ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ করা যায়, *NDL* শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক রিসোর্স সরবরাহ করে এবং *Shodhganga* ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা থিসিসের গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। এসব প্ল্যাটফর্ম লাইব্রেরিকে বিশ্বমানের তথ্যসেবার সঙ্গে যুক্ত করে এবং শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য তথ্যপ্রাপ্তি সহজ করে তোলে।

গ) **এ আই - ভিত্তিক তথ্যসেবা :** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে লাইব্রেরি সেবাকে আরও উন্নত ও দ্রুততর করছে। এ আই - ভিত্তিক সার্চ সিস্টেম, চ্যাটবট, সুপারিশ সিস্টেম ও স্মার্ট ক্যাটালগ - এর মাধ্যমে পাঠক সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে পারে। এ আই পাঠকের আগ্রহ ও ব্যবহার বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত বই বা তথ্যসামগ্রী সাজেস্ট করতে পারে। এছাড়া ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট - এর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা তথ্যসেবা প্রদান সম্ভব হয়। ফলে লাইব্রেরি আরও আধুনিক, কার্যকর ও ব্যবহারবান্ধব হয়ে ওঠে।

ঘ) **ভার্চুয়াল লাইব্রেরি :** বর্তমানে অনলাইনভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারের কারণে ভার্চুয়াল লাইব্রেরির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ভার্চুয়াল লাইব্রেরির মাধ্যমে পাঠক ঘরে বসেই ই-বুক, ই-জার্নাল, গবেষণাপত্র ও অন্যান্য ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে। এতে সময় ও দূরত্বের সীমাবদ্ধতা দূর হয়। বিশেষ করে দূরশিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের জন্য ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অত্যন্ত কার্যকর। এর ফলে লাইব্রেরির সেবা আরও বিস্তৃত ও সহজলভ্য হয়।

ঙ) **ই-লার্নিং সাপোর্ট :** আধুনিক লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের ই-লার্নিং কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। অনলাইন কোর্স, ভিডিও লেকচার, ওয়েবিনার, ডিজিটাল স্টাডি ম্যাটেরিয়াল এবং জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। এতে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পায় এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

চ) **অব্যাহত সংগ্রহ সরিয়ে ফেলা (Weeding Out) ও সংগ্রহ উন্নয়ন :** একটি লাইব্রেরিকে কার্যকর ও সময়োপযোগী রাখতে নিয়মিত সংগ্রহ মূল্যায়ন প্রয়োজন। পুরনো, অপ্রয়োজনীয় ও ব্যবহারহীন বই *Weeding Out* বা বাতিল এর মাধ্যমে সরিয়ে ফেললে নতুন ও প্রয়োজনীয় সংগ্রহের জন্য জায়গা তৈরি হয়। প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ, সংগ্রহ বাছাই এবং পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী নতুন বই ও তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ লাইব্রেরির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এতে লাইব্রেরির সংগ্রহ আরও আধুনিক, কার্যকর ও ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে।

বর্তমান যুগে লাইব্রেরিকে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, গতিশীল ও ব্যবহার বান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরিত করা, এ আই - ভিত্তিক তথ্যসেবা, ভার্চুয়াল লাইব্রেরি, ই-লার্নিং সাপোর্ট এবং তথ্য সাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে লাইব্রেরি আধুনিক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। পাশাপাশি নিয়মিত সংগ্রহ উন্নয়ন ও বাছাই করে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে লাইব্রেরির দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব।

© WBCLA

লাইব্রেরিকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, নতুবা পাঠক হারানোর ঝুঁকি থাকবে।

৬। পরামর্শ

গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের তথ্য-সাক্ষরতা, জ্ঞানের গভীরতা, দক্ষতা এবং পাঠাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইস, সোশ্যাল মিডিয়া, পেইড কনটেন্ট ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের যুগে ছাত্রদের লাইব্রেরিমুখী করা কঠিন হচ্ছে।

আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (২০২০) উল্লেখ করে, ছাত্রদের তথ্যের চাহিদা আগের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের লাইব্রেরি ব্যবহারের প্রবণতা কমছে। বর্তমান ডিজিটাল তথ্যপ্রযুক্তির যুগে লাইব্রেরির ভূমিকা ও কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন লাইব্রেরি শুধু বই সংরক্ষণের স্থান নয়; বরং এটি একটি আধুনিক তথ্য, শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে পাঠকদের তথ্য চাহিদা ও ব্যবহার পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়েছে। তাই পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং লাইব্রেরিকে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন আধুনিক ও ব্যবহারবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো

ক) **লাইব্রেরিতে উন্নত ডিজিটাল সেবা চালু করতে হবে :** বর্তমানে পাঠকরা দ্রুত ও সহজে তথ্যপ্রাপ্তি প্রত্যাশা করে। এজন্য লাইব্রেরিতে ওয়েবোপ্যাক বা অনলাইন পাবলিক অ্যাক্সেস ক্যাটালগ, ডিজিটাল সংগ্রহশালা, আর এফ আই ডি (RFID), স্বয়ংক্রিয় চেক-আউট ব্যবস্থা এবং অনলাইন ডাটাবেসের মতো উন্নত ডিজিটাল সেবা চালু করা প্রয়োজন। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠক সহজে বই অনুসন্ধান, ইস্যু ও রিটার্ন করতে পারে। ফলে পাঠকের সময় সাশ্রয় হয় এবং লাইব্রেরির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

খ) **পাঠক চাহিদাভিত্তিক সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে :** একটি কার্যকর লাইব্রেরির মূল ভিত্তি হলো পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী সংগ্রহ উন্নয়ন। শিক্ষার্থী, গবেষক, শিশু ও সাধারণ পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী বই, জার্নাল, ই-বুক, অডিওবুক ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে। নিয়মিত জরিপ, মতামত ফর্ম এবং পরামর্শ বাক্স - এর মাধ্যমে পাঠকদের মতামত গ্রহণ করলে প্রয়োজনীয় সংগ্রহ নির্ধারণ সহজ হয়। এতে পাঠকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং লাইব্রেরির ব্যবহার বাড়ে।

গ) **লাইব্রেরিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় হতে হবে :** বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম লাইব্রেরি প্রচারের অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম ও ওয়েবসাইট - এর মাধ্যমে নতুন বইয়ের তালিকা, লাইব্রেরির কার্যক্রম, ই-রিসোর্স ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা যায়। অনলাইন প্রচারণা তরুণ প্রজন্মকে লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত করতে সহায়তা করে এবং পাঠকদের মধ্যে লাইব্রেরি ব্যবহারের আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

ঘ) **তথ্য সাক্ষরতা ও পাঠাভ্যাস উন্নয়নে কর্মশালা আয়োজন করতে হবে :** তথ্যের আধিক্যের যুগে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করার দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তথ্য সাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ডাটাবেস ব্যবহার, সার্চ টেকনিক, উদ্ধৃতি শৈলী ও তথ্যসূত্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি পঠন কর্মশালা, বই আলোচনা ও পঠন চ্যালেঞ্জ এর মতো কার্যক্রম

© WBCLA

পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। এসব কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও গবেষণার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

ঙ) **গ্রামীণ এলাকায় মোবাইল লাইব্রেরি চালু করা উচিত :** গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক মানুষ লাইব্রেরি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিষেবা চালু করা প্রয়োজন। মোবাইল লাইব্রেরির মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাম, স্কুল ও দূরবর্তী এলাকায় বই ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এতে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা ও সচেতনতা উন্নত হয়।

চ) **অনলাইন সদস্যপদ ও ই-বুক সেবা চালু করতে হবে :** বর্তমান সময়ে অনলাইনভিত্তিক সেবার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাই লাইব্রেরিতে অনলাইনে সদস্যপদ গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করলে পাঠক ঘরে বসেই সদস্য হতে পারে। একইভাবে ই-বুক ও ই-জার্নাল সেবা চালু থাকলে পাঠক যেকোনো সময় ও স্থান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করতে পারে। এতে লাইব্রেরির সেবা আরও সহজলভ্য ও আধুনিক হয়ে ওঠে।

ছ) ***AI* এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে :** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে লাইব্রেরি সেবাকে আরও উন্নত করছে। এ আই - ভিত্তিক সার্চ ইঞ্জিন, চ্যাটবট, সুপারিশ ব্যবস্থা ও স্মার্ট ক্যাটালগের মাধ্যমে পাঠক দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে পারে। এ আই পাঠকের পছন্দ অনুযায়ী বই সাজেস্ট করতে পারে এবং ২৪ ঘণ্টা তথ্যসেবা প্রদান সম্ভব হয়। ফলে লাইব্রেরি আরও প্রযুক্তিনির্ভর ও ব্যবহারবান্ধব হয়ে ওঠে।

জ) **শিশু ও তরুণ পাঠকদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত :** শিশু ও তরুণদের লাইব্রেরিমুখী করতে বিশেষ কার্যক্রম আয়োজন প্রয়োজন। শিশু কর্নার, গল্প বলা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বুক ক্লাব, পঠন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিশু-কিশোরদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। তরুণ পাঠকদের জন্য জীবিকা সংক্রান্ত সংগ্রহ, চাকুরীর পরীক্ষার জন্য আলাদা সংগ্রহ এবং ডিজিটাল শিক্ষা সহায়তা চালু করা যেতে পারে। এতে নতুন প্রজন্ম লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হয়।

ঝ) **প্রতিবন্ধী ব্যবহারকারীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে হবে :** একটি আধুনিক লাইব্রেরির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল বই, অডিও বই ও স্ক্রিন রিডার এবং চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্প ও বিশেষ প্রবেশপথের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতে সকল শ্রেণির মানুষ সমানভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে এবং তথ্যপ্রাপ্তির সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়।

ঞ) **লাইব্রেরিয়ানদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে :** লাইব্রেরির উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে দক্ষ লাইব্রেরিয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আধুনিক প্রযুক্তি, ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবস্থাপনা, তথ্যসেবা ও এ আই - ভিত্তিক সিস্টেম ব্যবহারের ওপর লাইব্রেরিয়ানদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রশিক্ষিত লাইব্রেরিয়ান পাঠকদের আরও উন্নত ও কার্যকর সেবা প্রদান করতে সক্ষম হন। ফলে লাইব্রেরির মান ও ব্যবহার উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে লাইব্রেরিকে সময়োপযোগী ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। উন্নত ডিজিটাল সেবা, পাঠক চাহিদাভিত্তিক সংগ্রহ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়তা, তথ্য

© WBCLA

সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং এ আই - ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার লাইব্রেরির জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা, মোবাইল লাইব্রেরি এবং দক্ষ লাইব্রেরিয়ান নিশ্চিত করা গেলে লাইব্রেরি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য একটি কার্যকর জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হবে।

৭। উপসংহার

রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মৌলিক দর্শন হিসেবে আজও সমানভাবে কার্যকর। বর্তমান ডিজিটাল যুগে লাইব্রেরির চ্যালেঞ্জ বৃদ্ধি পেলেও এই সূত্রগুলোর আলোকে আধুনিক লাইব্রেরি নতুনভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারছে। পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য লাইব্রেরিকে ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং তথ্যসমৃদ্ধ সেবার দিকে অগ্রসর হতে হবে। ডিজিটাল লাইব্রেরি, অনলাইন তথ্যসেবা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমভিত্তিক প্রচারণা এবং তথ্য সাক্ষরতা কার্যক্রম পাঠক আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সর্বোপরি বলা যায়, রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত লাইব্রেরির জন্য নয়, আধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ভবিষ্যতেও এর গুরুত্ব ক্রমাগত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

তথ্যসূত্র

American Library Association. (2020). *State of America's libraries report.* ALA.

Babu, B. R. (2011). Relevance of five laws of library science in the contemporary library world. *Korean Library and Information Science Society Journal, 45*(4), 253-269.

Connaway, L. S., & Faniel, I. M. (2015). Reordering Ranganathan: Shifting user behaviours, shifting priorities. *Journal of Information and Knowledge, 52*(1), 3-13. Retrieved from https://doi.org/10.17821/srels/2015/v52i1/57547

George, S. (2022). Re-looking at S. R. Ranganathan's five laws of library science. *International Journal of Librarianship, 7*(2), 155-161. Retrieved from https://doi.org/10.23974/ijol.2022.vol7.2.258

Gupta, D. K. (1999). User-focus approach: Central to Ranganathan's philosophy. *Journal of Information and Knowledge, 36*(2), 123-128.

IFLA. (2015). *IFLA library services guidelines for higher education.* International Federation of Library Associations.

Koontz, C., &Gubbin, B. (2010). *Developments in marketing library and information services.* IFLA Publications.

Kumar, K. (2015). *Library and information science: Theory and practice.* Vikas Publishing.

Marquardt, L., & Bhardwaj, R. K. (2023). Ranganathan's legacy and implications of the five laws of library science on school librarianship. *Bibliothecae.it, 12*(1), 45-60.

Pascasarjana, A. S. H. (2020). Teori S.R. Ranganathan five laws of library science dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Fihris: *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 15*(1), 18-30.

Ranganathan, S. R. (1931). *The five laws of library science.* Madras Library Association.

Rubin, R. (2016). *Foundations of library and information science* (4th ed.). ALA Neal-Schuman.

Satija, M. P. (2002). *The soul of librarianship: Ranganathan's five laws of library science.* Ess Ess Publications

Weerasooriya, W. A. (1992). Five laws of library science: A philosophical perspective and their far-reaching implications and extension. *Journal of Information and Knowledge, 29*(2), 77-84.

© WBCLA